রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো

ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ গ্রেফতার

ফেনীর সোনাগাজীতে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম হত্যা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ আনোয়ার প্রকাশ আনোয়ার হোসেনকে (২৮) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনাগাজীর

জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত বছর ঈদুল আযহার রাতে আমিরাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী মো. শামীমকে হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সময় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন অভিযোগ আছে। আনোয়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের তিন বাড়িয়া গ্রামের মো. হানিফের ছেলে।

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

রিমান্ড শেষে আদালতে ডা. সাবরিনা

করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা এ চৌধুরীকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দুদফা রিমান্ড শেষে সোমবার সকালে তাকে ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশর পরিদর্শক লিয়াকত আলী। তিনি বলেন, মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করা হবে।

এর আগে শুক্রবার তেজগাঁও থানার প্রতারণা মামলায় দ্বিতীয় দফায় তাকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম তার রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম মাসুদুর রহমান তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রোববার সেই রিমান্ড শেষ হয়।

করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট ডেলিভারি দেয়ার অভিযোগে ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তেজগাঁও থানার করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ।
রিমান্ড সময়ে সাবরিনা ও ও তার স্বামী আরিফকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সূত্র-যুগান্তর

রাতভর বৃষ্টিতে সড়কে হাঁটুপানি

রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত পানিতে দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী। যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে।

রোববার রাত থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। আজ সকালেও মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। টানা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাত। কোথাও কোথাও সড়কে হাঁটুপানি জমে থাকতে দেখা যায়।

সকালে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে পানি মাড়িয়ে যানবাহন চলতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও পানিতে যানবাহন বিকল হতেও দেখা গেছে। এতে যানজটেরও সৃষ্টি হয়েছে।

রাজধানীর মতিঝিল, ধানমণ্ডি, কারওয়ানবাজার, ফার্মগেট, নিউমার্কেট, সংসদ ভবন এলাকা, মালিবাগ, রামপুরা, পুরান ঢাকা, মিরপুর, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, শান্তিনগর, বাড্ডা ও খিলক্ষেতসহ বিভিন্ন এলাকার সড়কে পানি উঠে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

শুধু প্রধান সড়কই নয়, বিভিন্ন অলিগলি ও বাসাবাড়িতেও পানি উঠেছে বলে জানান নগরবাসী।

ধানমণ্ডি থেকে আসা এক সংবাদকর্মী জানান, সড়কে হাঁটুপানি। অনেক পথ ঘুরে ভিজে অফিস আসতে হয়েছে। এ কারণে অনেক সময় দেরি হয়ে গেছে।

এদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে– রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা ও খুলনা বিভাগের দু’এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে বলে জানিয়েছে এ অধিদফতর।

আগামী ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে।

এক সামুদ্রিক সতর্কবার্তায় বলা হয়, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্রবন্দরসমূহের ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

এ জন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩

নম্বর পুনঃ ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

মধ্যরাতে সাহেদকে নিয়ে উত্তরায় ডিবির অভিযান

রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে নিয়ে অভিযান চালিয়েছে ডিবি। শনিবার মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরায় এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সাহেদের ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গত বুধবার ভোরে সাহেদকে গ্রেফতার দেখায় র্যাব। এদিন বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাহেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে তাকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করে র্যাব। রিজেন্টের জাল-জালিয়াতি অভিযোগের তদন্ত করছে ডিবি।

টিভি টক শোর নিয়মিত আলোচক ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে অসংখ্য সেলফি ও ছবি তুলে নিজেকে জাহির করতেন সাহেদ। কিন্তু কোভিড চিকিৎসার নামে প্রতারণা করে শেষ পর্যন্ত ফেসে যান।

৬ জুলাই র্যাব সাহেদের মালিকানাধীন রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখায় অভিযান পরিচালনা করে। জানা যায়, করোনার ৬ হাজার ভুয়া প্রতিবেদন দিয়েছে এই হাসপাতাল। হাসপাতালের লাইসেন্সও নবায়ন করেনি। সাহেদকে এক নম্বর আসামি করে মামলা করে র্যাব। তারপরই তাকে খুঁজতে সারাদেশে তৎপরতা শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সাহেদের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট। ২০০৮ সালের দিকে বহুধাপ বিপণন (এমএলএম) ব্যবসায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা- পয়সা আদায় করে চম্পট দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ও আশ্রয় নিয়েছিলেন

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আত্মসমর্পণ করে ৫ দিনে সাড়ে ১৭ হাজার আসামির জামিন

গত ১২ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত অধস্তন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯০ জন আসামি। পাঁচহাজর ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণের পর এদের জামিন হলেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে এক হাজার ১৭৪ জন আসামিকে।

রবিবার সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গত ১২ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত (রোববার-বৃহস্পতিবার) সারা দেশের অধস্তন আদালতে পাঁচহাজার ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি হয়। মোট ১৭ হাজার ৫৯০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এক হাজার ১৭৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, গত ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনে সারা দেশে সিএমএম ও সিজেএম কোর্ট থেকে ২৩ হাজার ৩৯৬ জন আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন।

এসময়ে ছয় হাজার ৫৮৮টি আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ঈদুল আজহায় ট্রেন বাড়বে না: রেলমন্ত্রী

জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে।
ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে। জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। ফাইল ছবি
রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, করোনার এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি ও রেলওয়ের নির্দেশনা মেনে ১৭ জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে। পবিত্র ঈদুল আজহার সময়ে এ ১৭ জোড়া ট্রেনই চলাচল করবে। কোনো অবস্থাতেই ট্রেনের সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না।

শনিবার বিকালে ট্রেনযোগে বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, টঙ্গী ও নরসিংদী রেলস্টেশন পরিদর্শন করার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

রেলমন্ত্রী বলেন, ঈদুল আজহায় ট্রেন বাড়ছে না। যেভাবে এখন চলছে, সেভাবে চলবে। টিকিট ছাড়া যাত্রীরা যাতে স্টেশনে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য দেশের বড় স্টেশনগুলোতে নিয়ন্ত্রণের জন্য বেড়া দেওয়ার প্রকল্পের কাজ চলছে। যেসব ট্রেন চলছে-সেগুলোতে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো হচ্ছে। ৫০ শতাংশ টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। ঈদের সময় যাতে এসব ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী না উঠতে পারে সেই জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ সময় মন্ত্রী বিমানবন্দর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংস্কারকাজ ও স্টেশনের সীমানা ঘেরার নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এখানে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা ট্রেনের উচ্চতার সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে।

পরে মন্ত্রী গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। ওখানে তিনি বলেন, জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে। ডাবল লাইনের কাজ শেষ হলে ঢাকার মধ্যে অধিকসংখ্যক ট্রেন চালানো যাবে।

মন্ত্রী সেখান থেকে টঙ্গী রেলস্টেশন ও নরসিংদী রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন পরিদর্শনকালে রেলপথসচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. শামসুজ্জামানসহ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

বিদেশগামীদের করোনার সনদ বাধ্যতামূলক

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৩ জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য কভিড-১৯ পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের যাত্রীদেরকে সরকার ঘোষিত কভিট -১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ১২ জুলাই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ যেতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছুদের সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নির্দেশনাবলী প্রতিপালন করতে হবে।

নির্দেশনাবলী হলো- যাত্রার ৭২ ঘণ্টার পূর্বে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে রিপোর্ট নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; নমুনা প্রদানের সময় পাসপোর্টসহ যাত্রীদের বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে; কোভিড-১৯ পরীক্ষার নিমিত্তে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষাগার যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে স্থাপিত পৃথক বুথে তাদের নমুনা প্রদান করবেন; নমুনা প্রদানের পর থেকে যাত্রার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে আইসোলেশনে থাকবেন; বিদেশ যাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির জন্য ল্যাবে গিয়ে নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে ৪৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে নমুনা পরীক্ষার জন্য ১৬টি সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়া হয়। হাসপাতালগুলো হলো, বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস, কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,

জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম) এবং দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন